হিউম্যানিটিওয়াচ humanitywatch

equitybd

NGO Forum on ADB

সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি । ২০ এপ্রিল ২০১৩, শনিবার

জাতীয় নীতি নির্ধারণে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারীদের অনৈতিক ব্যবস্থাপত্র বন্ধ করো

এডিবি'র ৪৬তম সম্মেলনে নীতি নির্ধারকদের কাছে জনপ্রত্যাশা

'এনজিও ফোরাম অন এডিবি'র বাংলাদেশ গ্রুপের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিন। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank - ADB) বা এডিবি'র ক্ষতিকর প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও এ বিষয়ে সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২০০১ সাল থেকে এনজিও ফোরাম অন এডিবি কাজ করে যাচ্ছে। এশিয়াব্যাপী ফোরামের আড়াইশ'র বেশি সদস্য সংগঠন রয়েছে। বাংলাদেশে ৩৩টি সংগঠন এ ফোরামের সদস্য হিসেবে এডিবি'র কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

আপনারা জানেন, আগামী ২-৫ মে ২০১৩, ভারতের দিল্লিতে এডিবি'র গভর্নরদের বার্ষিক সম্মেলন (Annual Governors Meeting - AGM) বা এজিএম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬৬ সালে এডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এডিবি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে, দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি অনুদান ও ঋণের সাথে সাথে রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের জন্য জাতীয় নীতি, আইন ও বিধি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে।

বর্তমানে এডিবি'র সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৬৭ যার মধ্যে ৪৮টি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এবং ১৯টি এ অঞ্চলের বাইরের সদস্যরাষ্ট্র। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এডিবি'র সদস্যপদ লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে বাংলাদেশের ভোটের সংখ্যা ১.১২ শতাংশ। সদস্যপদ লাভের বছরেই 'এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আদেশ ১৯৭৩'-এর আওতায় এডিবিকে বাংলাদেশে দায়মুক্তি দেয়া হয়। উদ্বেগের বিষয় হলো, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই সাতটি দেশের দখলে রয়েছে মোট ভোটের ৫১ ভাগ। ফলে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট সব সময় জাপান থেকে নির্বাচিত হয় এবং নীতি নির্ধারণে ধনী দেশগুলোর স্বার্থই প্রাধান্য পায়। তাই আমরা এডিবি'র ভোটের হার বিনিয়োগের ভিত্তিতে নয় বরং একদেশ একভোট -এই ভিত্তিতে নির্ধারণের দাবি জানাচ্ছি।

আমরা স্বীকার করি যে, বাংলাদেশের মানব-উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতে অর্থায়নের প্রয়োজন। তবে সে অর্থায়ন হতে হবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করে এবং জাতীয় অগ্রাধিকার পরিকল্পনাকে সামনে রেখে। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংবিধানের ১৮ক ধারায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এডিবি'র আভ্যন্তরীণ নীতিমালাগুলো অনুসারেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অধিকার, নারী অধিকারসহ মানবাধিকার রক্ষায় এডিবি দায়বদ্ধ। কিন্তু এডিবির ঋণে বাস্তবায়িত প্রকল্পে আমরা এসব রক্ষাকবচের অনুপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। এডিবি'র আসন্ন সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, আইন ও নীতিমালার প্রতি এডিবির যথাযথ মর্যাদার প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য আমরা বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

জনঅধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তথ্য উন্মুক্ত করার জন্য ডিবি'র কয়েকটি নীতিমালা রয়েছে। এগুলো হলো, জবাবদিহিতা নীতিমালা (Accountability Mechanism - AM), জনযোগাযোগ নীতিমালা (Public Communication Policy - PCP) ও জনসুরক্ষা নীতিমালা (Safeguard Policy Statement - SPS) এ নীতিসমূহ এডিবি'র জন্য বাধ্যতামূলক করণীয় নির্ধারণ করা থাকলেও ভুক্তভোগী জনসাধারণের কোনো কাজেই আসছে না। পিসিপিতে প্রকল্প ও কর্মসূচি বিষয়ক সকল তথ্য স্থানীয় জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচারের কথা বলা হলেও মাত্র তিনটি নথির বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া কোনো প্রকল্পের তথ্যই জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করা হয় নি। অন্য নীতিমালাগুলো বঙ্গানুবাদ প্রচার করার জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে গত ১২ বছর যাবৎ দাবি জানিয়ে এলেও আজও তা করা হয় নি।

বাংলাদেশে এডিবির ঋণ ও অনুদান

খাত	প্রকল্প সংখ্যা	বাজেট (হাজার মার্কিন ডলার)	শতকরা হার
কৌশলগত সহায়তা	১৬২	৫৯৬,৯২৮	৫.২%
অনুদান প্রকল্প	১২	১৫১,৫০০	১.৩%
ঋণ প্রকল্প	৭৩	৮,০৫৫,৩৬৪	৭০.০%
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	৮	২,৬৯৭,০০০	২৩.৫%
অর্থায়ন বাদে সহায়তা	৮	---	---
মোট :	২৬৩	১১,৫০০,৭৯২	১০০%

১৯৭৩ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এডিবি বাংলাদেশে ২৬৩টি প্রকল্পে ১০ হাজার ৯৭৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ডলার ঋণ, ১৫ কোটি ১৫ লাখ ডলার অনুদান ও ৫৯ কোটি ৬৯ লাখ ২৮ হাজার ডলার কৌশলগত সহায়তা খাতে প্রদান করেছে। এডিবির প্রকল্পগুলোর খাতভিত্তিক বিশেস্নষণ করলে দেখা যায়, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে মোট অর্থের ১৭ শতাংশ, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ১৬ শতাংশ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ১৪ শতাংশ মিশ্রখাতে ১৯.২% শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। অপরদিকে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে মাত্র ১.৩%, শিক্ষাখাতে ৮% এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে মাত্র ৩.৪% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, ত্বরিৎ উন্নয়নের

জন্য অপরিহার্য্য খাত শিল্প ও বাণিজ্য এবং মানব-উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ খাত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে এডিবি বরাবরই উপেক্ষা করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক শিল্পখাতে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ ঋণ দেয় কোনো নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য নয় বরং আদমজী জুটমিলের মতো এশিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল বন্ধ করার জন্য।

এডিবিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শে ৮০র দশক থেকে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি (Structural Adjustment Program - SAP) বা স্যাপ এবং ৯০'র দশকের শেষভাগে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) বা পিআরএসপি'র আওতায় সরকারি ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সেবাখাত সঙ্কুচিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয় বেসরকারিকরণ অথবা বন্ধ করে দেয়া হয়। এর ফলে (ক) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) অকার্যকর হয়ে পড়ে (খ) বিপুলসংখ্যক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যায় (গ) জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করা হয় (ঘ) স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং (ঙ) রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য বৈদেশিক ঋণের টাকা ব্যক্তিখাতে ভর্তুকি আকারে দেয়া হয়। জাতীয় নীতির এই পরিবর্তনের ফলে সকল ক্ষেত্রেই দরিদ্রদের অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হলো : (ক) কৃষকরা বেসরকারি বীজ কোম্পানিগুলোর হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে (খ) নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে (গ) লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে (ঘ) জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে (ঙ) গরিব পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা কঠিন হয়ে পড়েছে (চ) স্বাস্থ্যসেবার অধিকার থেকে দরিদ্ররা বঞ্চিত হচ্ছে এবং (ছ) চিংড়িচাষের ফলে পুরো উপকূলীয় অঞ্চল পরিবেশগত হুমকির মুখে পড়েছে।

ইতোমধ্যে এডিবি ফলাফল-ভিত্তিক অর্থায়ন (Result Based Financing - RBF) বা আরবিএফ নামে নতুন একটি অর্থায়ন পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে যার মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এডিবি সরাসরি অর্থায়ন করবে। আরবিএফ-এর মধ্য দিয়ে ব্যাংকটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (Public-Private Partnership - PPP) বা পিপিপিকে উৎসাহিত করছে। পিপিপির আওতায় বেসরকারি কোম্পানিগুলো যোগাযোগ, শিক্ষা, রেলওয়ে, জ্বালানি ও বিদ্যুতের মতো বৃহৎ খাতগুলোতে বিনিয়োগ ও মুনাফা করার সুযোগ পাবে। কিন্তু পিপিপি'র আওতায় প্রকল্পের খরচ দ্বিগুণ দেখানোর অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে। তাই কেউ কেউ পিপিপিকে 'জনগণের টাকা ব্যক্তিখাতে' (Public Money to Private Pocket) নেয়ার অভিসন্ধি হিসেবেও বর্ণনা করে থাকেন। পিআরএসপির দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করার জন্য এডিবিসহ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপ উপেক্ষা করে বর্তমান সরকার আবারও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এবং সরকারি প্রতিনিধিদলকে এডিবির বর্তমান আরবিএফ, পিপিপি ও 'প্রকৃতির দাম নির্ধারণ' সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ প্রত্যাখ্যান করার আহক্ষান জানাচ্ছি।

৮০'র দশক থেকে এডিবি বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের পরামর্শ দিয়ে আসছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপনন বেসরকারিকরণ করা শুরু হলে এডিবি এ খাতে সরাসরি অর্থায়ন শুরু করে। এডিবি'র পরামর্শে বিকেন্দ্রীকরণের নামে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি সৃষ্টি করা হয়। একই সঙ্গে কুইক রেন্টাল ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভর্তুকি মিলে ভোক্তার উপর অতিরিক্ত মূল্যের চাপ বাড়ে। জ্বালানি খাতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের জ্বালানিখাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একদিকে কোম্পানিগুলোকে অর্থ প্রদান এবং অন্যদিকে জাতীয় নীতি পরিবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে। জনস্বার্থবিরোধী ফুলবাড়ি কয়লাখনি প্রকল্পে এশিয়া এনার্জিকেও এডিবি অর্থায়ন করেছে। সামগ্রিকভাবে, ব্যয় সমন্বয় করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে লাভজনক করার জন্য এডিবিসহ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপের মুখে সরকার ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করছে যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক ভেড়ামারা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং খুলনা ও মেঘনাঘাটে নির্মাণাধীন বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো প্রকল্পগুলো ভবিষ্যতে আমাদের জন্য গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করছি।

বাংলাদেশে এডিবির খাতভিত্তিক প্রকল্প

খাত	প্রকল্প সংখ্যা	শতকরা হার
মিশ্রখাতভিত্তিক প্রকল্প	৪৬	১৯.২%
কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৪১	১৭.১%
যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি	৩৯	১৬.৩%
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩৪	১৪.২%
পানি সরবরাহ ও নগর অবকাঠামো	২১	৮.৮%
শিক্ষা	১৯	৮.০%
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা	৮	৩.৪%
শিল্প ও বাণিজ্য	৩	১.৩%
কোনো শ্রেণীভুক্ত নয়	১২	৫.০%
মোট	২৬৩	১০০%

৬০'র দশকে উপকূলীয় বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে (Coastal Embankment Project - CEP) ইউএসএআইডি ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পরবর্তীতে এডিবিও যোগ দেয়। এ প্রকল্পের ভয়াবহ প্রভাবে ৮০'র দশকে পুরো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে জলাবদ্ধতা দুর করার জন্য এডিবি খুলনা-যশোর পানি নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project - KJDRP) বা কেজেডিআরপি গ্রহণ করে। স্থানীয় প্রতিবেশ-ব্যবস্থাকে আমলে না নেয়া, জন অংশগ্রহণহীনতা ও ভুল পরিকল্পনার কারণে এ প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। একইভাবে ব্যর্থ হয় সুন্দরবন প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প (Sundarbans Biodiversity Conservation Project - SBCP) বা এসবিসিপি। এসব ব্যর্থ প্রকল্পে বিপুল অর্থ অপচয় ছাড়াও ঋণের কিস্তি ও সুদ এখনও বাংলাদেশের মানুষ পরিশোধ করে যাচ্ছে। আসন্ন সম্মেলনে সকল ব্যর্থ প্রকল্পের দায়ভার নেয়ার জন্য এডিবির উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমরা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

২০০৫-০৬ অর্থবছরে এডিবি 'দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' (Southwest Integrated Water Resource Management Project - SWIWRMP) বা এসডাব্লিউআইডাব্লিউআরএমপি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় নি। প্রকল্পে নদী ও খালের নাব্যতা রক্ষার উদ্যোগগুলো স্পষ্ট করা হয় নি। এছাড়া প্রকল্পে নারী, জেলে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ও অন্যান্য

পেশাজীবীদের জীবন-জীবিকা, খাসজমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই বিধায় এটি কোনোভাবেই 'সমন্বিত' ও ন্যায্য নয়। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর নড়াইল অঞ্চলে ভবদহের মতো দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতা দেখা দিবে। এরই মধ্যে এডিবি খাবার পানির মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঢাকা ও খুলনায় জরিপ সম্পাদন করেছে এবং সরকারের সঙ্গে 'পানি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ' গঠন করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আমরা আশঙ্কা করছি, জ্বালানি ও বিদ্যুতের মতো নাগরিক পানি ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের মূল্য বাড়ানো হবে যা দরিদ্র জনসাধারণকে পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan - BCCSAP) বা বিসিসিএসএপি গ্রহণ করার পর এডিবি জলবায়ু খাতকে ঋণ বাণিজ্যের একটি নতুন ক্ষেত্র হিশেবে গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবিসহ ৫টি আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে গঠিত জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিল (Climate Investment Fund - CIF) বা সিআইএফ'র আওতায় এডিবি এ খাতে ঋণ ও অনুদান প্রদান করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের একটি এবং বাংলাদেশের জনগণ জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নয়। এ কারণেই বিসিসিএসএপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জলবায়ু খাতে বাংলাদেশ সকল বৈদেশিক অর্থ পুরোপুরি অনুদান বা ক্ষতিপূরণ হিশেবে গ্রহণ করবে, ঋণ নয়। কিন্তু এডিবি'র অর্থায়নে গৃহীত ১২৩০ কোটি টাকা বাজেটের উপকূলীয় জলবায়ু-সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (Coastal Climate Resilience Infrastructure Project - CCRIP) বা সিসিআরআইপি-এর ৭৬ শতাংশই ঋণ। এ ঋণ অনৈতিক ও অবৈধ বিধায় আমরা সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে এই ঋণ বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

সামগ্রিকভাবে আমরা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র আসন্ন বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলো আপনাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি :

১. একদেশ-একভোট ভিত্তিতে এডিবি'র সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করা;

২. বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পে স্থানীয় জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জেন্ডার, বাস্তুচ্যুতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য এডিবির উপর চাপ প্রয়োগ করা;

৩. ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর বোধগম্য ভাষায় প্রত্যেকটি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য প্রচার ও উন্মুক্ত করা;

৪. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অত্যাবশ্যকীয় রাষ্ট্রীয় সেবাখাতগুলো ঢালাও বেসরকারিকরণের জন্য এডিবি'র চাপের কঠোর বিরোধিতা করা;

৫. আরবিএফ বা যে নামেই হোক না কেন পানিসম্পদ ও বনজ-সম্পদসহ প্রকৃতির বাজারিকরণের বিপক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেয়া;

৬. সেচ, গৃহস্থালি ও নগরে সরবরাহকৃত পানি, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানিসহ সকল রাষ্ট্রীয় সেবার মূল্যবৃদ্ধির শর্তাবলী বাতিল করা;

৭. জলবায়ু খাতে এডিবির অবৈধ ঋণ বাতিল করে শুধুমাত্র অনুদান বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে বলে স্পষ্ট অবস্থান নেয়া;

৮. যোগাযোগ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও শিক্ষাখাতসহ রাষ্ট্রীয় খাতগুলো ঢালাওভাবে পিপিপির আওতায় না আনা; এবং

৯. ১৯৭৩ সালে এডিবিকে প্রদত্ত 'দায়মুক্তি' বাতিল করা।

সরকারের পাশাপাশি 'এনজিও ফোরাম অন এডিবি'র বাংলাদেশ সদস্যদের একটি দল আসন্ন সম্মেলনে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিশেবে অংশগ্রহণ করবে। আমরা সম্মেলনস্থলের বাইরে আমাদের দেশের ক্ষতিকর প্রকল্পগুলোর বিপক্ষে সমাবেশ, মিছিল ও প্রদর্শনী আয়োজন করা ছাড়াও এডিবি আয়োজিত আলোচনায় জনঅধিকার রক্ষার জন্য সরাসরি দাবি জানাবো। আমরা আপনাদের মাধ্যমে এসব কর্মসূচির সংবাদ সরকার ও সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের নিকট পৌছে দিতে চাই। আমরা আশা করি, আপনারা আমাদের আন্দোলনের সংবাদ প্রচার করে জনঅধিকার রক্ষায় আগের মতোই ভূমিকা পালন করবেন।

আমাদের বক্তব্য আন্তরিকতা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

হাসান মেহেদী
বিকল্প আন্তর্জাতিক কমিটি সদস্য
এনজিও ফোরাম অন এডিবি

সদস্য সংগঠনসমূহ

এডাব । অঙ্গীকার বাংলাদেশ । এ্যাওসেড । বেলা । বিএনএনআরসি সিডিএফ । সিডিপি । ইক্যুইটিবিডি । হিউম্যানিটিওয়াচ । আইআরভি। আইএসডিই । জেজেএস । কর্মজীবী নারী । নাগরিক উদ্যোগ । পানি কমিটি । প্রান । শেড । এসপিএস । স্পিড ট্রাস্ট । ইউএসএস । উত্তরণ। উন্নয়ন অন্বেষণ । ভয়েস